**ঢাকাস্থ গোপালগঞ্জ জেলা সমিতি আয়োজিত সম্মাননা অনুষ্ঠান**

ভাষণ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বৃহস্পতিবার, ০২ জানুয়ারি ২০১৪, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

প্রিয় গোপালগঞ্জবাসী,

ও উপস্থিত সুধিমন্ডলী ।

আসসালামু আলাইকুম্।

ঢাকাস্থ গোপালগঞ্জ জেলা সমিতি আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। নতুন ইংরেজী বছরের শুরুতে সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা। আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, দু'লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে যাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন করেছি।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা। স্বাধীনতার পর যখন তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের কাজে হাত দেন তখনই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতাবিরোধী চক্র জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে।

আমি ও ছোট বোন রেহানা এসময় বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যাই। শুরু হয় নির্বাসিত জীবন। অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটে দীর্ঘ ছয়টি বছর। পিছনে পিছনে ছুটে মৃত্যুর বিভীষিকা।

বাংলাদেশে তখন হিংস্র সামরিক জান্তার বুটের তলায় পিষ্ট হচ্ছিল পবিত্র সংবিধান, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার। উন্নয়ন ও অগ্রগতির চাকা থমকে গিয়েছিল। চলছিল হত্যা, ক্যু আর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে জনগণ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল। এ ছিল এক সভ্যতাবর্জিত, গণতন্ত্রহীন কালো অধ্যায়।

এমনই এক ক্রান্তিলগ্নে শোকাহত অসহায় জাতির পাশে দাঁড়ানোর জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি ১৯৮১ সালের ১৭ মে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হাল ধরি। জনগণকে সাথে নিয়ে শুরু করি গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্বদানের কারণে আমি বার বার গ্রেপ্তার হয়েছি, গৃহবন্দী থেকেছি, নির্যাতনের শিকার হয়েছি। চোখ বেঁধে ক্যানটনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সমাবেশে বার বার বোমার বিষ্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়েছে। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাসায় গ্রেনেড হামলা চালানো হয়েছে।

এসকল হত্যাপ্রচেষ্টা, গুলিবর্ষণ, বোমাবাজি, গ্রেনেড হামলা আমাকে জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। সকল বাধা ও যড়যন্ত্র অতিক্রম করে দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়। সরকার গঠন করে। জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ আমরা পুনরায় শুরু করি।

সুধিবৃন্দ,

১৯৯৬ থেকে ২০০১ ছিল দেশের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ। দীর্ঘ ২১ বছর পর দেশের মানুষ গণতন্ত্রের স্বাদ পায়। মানবাধিকার, আইনের শাসন ফিরে আসে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের প্রতিটি সেক্টরে সুষম উন্নয়ন বাস্তবায়িত হয়। খাদ্য ঘাটতির দেশকে আমরা খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত করি। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর খাতগুলোতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করি। দারিদ্র্যবিমোচনের লক্ষে ‘একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প চালু করি। গ্রামীন জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে দেশব্যাপী কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করি। ঘূর্ণিঝড়, বন্যাসহ সকল প্রাকৃতিক দূর্যোগ সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করি। প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকবিলায় দেশের সামর্থ্য বৃদ্ধি করি। সড়ক, নৌ, রেলসহ যোগাযোগের প্রতিটি খাতে প্রাণ ফিরে আসে।

আমরা ভারতের সাথে ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষর করি। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনি। শান্তি চুক্তির ফলে বন্ধ হয় দীর্ঘ দিনের হানাহানি-সংগ্রাম। আমাদের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পায়। দারিদ্র্যবিমোচনে অগ্রগতি, গণশিক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য, নারীর ক্ষমতায়ন, বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে যায়। মানুষ ফিরে পায় হারানো আস্থা। সামনে চলার আত্মবিশ্বাস।

সুধিমন্ডলী,

২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় আসলে আবারও স্থবির হয়ে পড়ে দেশের উন্নয়নের চাকা। দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন ঊর্ধ্বগতি, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ধর্ষণ, সংখ্যালঘু নির্যাতন, বিনা বিচারে মানুষ হত্যা, প্রশাসনের সর্বস্তরে দলীয়করণ ও বিচার বিভাগের উপর অযাচিত হস্তক্ষেপ ছিল এসময়ের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে মানুষের চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছে। শাহ্ এ এম এস কিবরিয়া, আহসানউল্লাহ্ মাস্টারসহ আওয়ামী লীগের ২২ হাজার নেতা-কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। আমাকে হত্যার জন্য ২০০৪ সালের ২১শে আগষ্ট গ্রেনেড হামলা চালানো হয়েছে। তারা সারা দেশকে উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর অভয়ারণ্যে পরিণত করেছিল। ৬৩টি জেলায় সিরিজ বোমা হামলা, বাংলাভাই এ সবই ছিল তাদেরই সৃষ্টি।

২০০৮ এর নির্বাচনে জনগণ পুনরায় আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে। বিএনপি-জামাত জোট আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অচলাবস্থা কাটিয়ে তুলে আমরা দেশকে আবার সামনের দিকে এগিয়ে নেই।

সুধিবৃন্দ,

গোপালগঞ্জ জাতির পিতার জন্মস্থান। তাঁর স্মৃতি বিজড়িত পূণ্যভূমি। বিএনপি-জামাত জোট একারনেই কখনও এ জেলার কোন উন্নয়ন করেনি। তাছাড়া গোপালগঞ্জের মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় - এটা যেন তাঁদের অপরাধ। বছরের পর বছর অবহেলিত ছিল এ জেলার যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামোসহ সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড। আমরা সরকারে এসে দেশের অন্য জেলাগুলোর মত গোপালগঞ্জের উন্নয়নকেও অগ্রাধিকার দিয়েছি। গোপালগঞ্জ জেলায় আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, চক্ষু ইনস্টিটিউট এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, স্টেডিয়াম, দৃষ্টিনন্দন লেক ও ৫০ মেগাওয়াট পাওয়ারপ্লান্ট নির্মাণ করেছি। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে এ জেলার সড়ক যোগাযোগ উন্নত করা হয়েছে। নতুন নতুন সড়ক, রাস্তা, কালভার্ট, ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সংস্কার করা হয়েছে। এ জেলার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ প্রতিটি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছি। গোপালগঞ্জবাসী এখন এসকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের সুফল ভোগ করছেন।

শুধু গোপালগঞ্জই নয়। গত পাঁচ বছরে সারা দেশে আমরা যে উন্নয়ন করেছি তা বিগত ২০ বছরেও সম্ভব হয়নি। ২০০৮ এর নির্বাচনী ইশতেহার ‘দিন বদলের সনদে' আমরা যে অঙ্গীকার করেছিলাম আমরা তার অধিকাংশই পূরণ করেছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ্যের চেয়েও বেশি অর্জিত হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা যখন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেই তখন দেশে চরম দুরবস্থা বিরাজ করছিল। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আর্থিক সংকট ও মন্দা চলছিল। এ অবস্থার উত্তরণে সরকার গঠনের পর প্রথম দিনই আমরা মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক করে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি করণীয় নির্ধারণ করি ।

আমাদের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে দেশের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কর্মসংস্থান, অবকাঠামো, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বৈদেশিক সম্পর্কসহ প্রতিটি খাতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতির প্রতিটি সূচক এখন ইতিবাচক। আমরা প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের উপরে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। সরকারি-বেসরকারি খাত মিলিয়ে দেশে ১ কোটিরও বেশী মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। ৫ কোটির বেশী মানুষ নিমণবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। মাথাপিছু আয় ১,০৪৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। রিজার্ভ ১৮ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। দারিদ্র্যের হার ২৬ শতাংশে নেমে এসেছে।

আমরা সর্বজন স্বীকৃত একটি জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করেছি। শতভাগ শিশুর স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। ৪০ বছর পর আবার দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এসব বিদ্যালয়ে কর্মরত ১ লক্ষ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকুরী জাতীয়করণ করেছি। বছরের প্রথম দিন বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করছি। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের বেতন মওকুফ এবং স্নাতক পর্যায়ে মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা হয়েছে। ৯টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৭টি। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য ‘প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়েছে।

কৃষি উৎপাদন ব্যাপক বেড়েছে। কৃষক ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ পাচ্ছেন। আমাদের বিজ্ঞানীরা দেশী ও তুষা পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেছেন। উদ্ভিদ বিধ্বংসী ছত্রাকের জীবন রহস্য আবিষ্কার করেছেন। খরা, বন্যা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন করেছেন। বাংলাদেশ আজ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমরা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর খাত গুলোতে বরাদ্দ বহুগুনে বাড়িয়েছি। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০,০০০ মেগাওয়াট অতিক্রম করেছে। এটি একটি মাইলফলক।

আমরা একটি গতিশীল ও যুগোপযোগী জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করেছি। প্রায় ১৫ হাজার ৬০০ কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ করেছি। রাজধানীতে বেশ কয়েকটি বিশেষায়িত হাসপাতালসহ বিভিন্ন জেলায় ২৪টি সরকারী হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। আমাদের উদ্যোগের ফলে শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের এমডিজি এওয়ার্ড ও সাউথ-সাউথ এওয়ার্ড পেয়েছে।

আমরা দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ইন্টারনেট সার্ভিস ও তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু করেছি। ইন্টারনেটের ব্যয় হ্রাস ও গতি বৃদ্ধির কারণে ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে।  জেলা তথ্য বাতায়ন, জেলা ই-সেবা কেন্দ্র, ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র, কম্পিউটার ল্যাব, ই-বুক তৈরি, জাতীয় ডাটা সেন্টার, হাইটেক পার্ক স্থাপনসহ তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প বিকাশের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের ব্যাপকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা ১৩টি বৃহৎ সেতু নির্মাণ করেছি। শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু, চট্টগ্রাম বন্দর সংযোগ ফ্লাইওভার, বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার, মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোড ফ্লাইওভার, কুড়িল ফ্লাইওভার, মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার, বনানী ওভারপাস ও হাতিরঝিল প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আমরা গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকারকে সমুন্নত রেখেছি। জাতির পিতা হত্যা মামলার রায় কার্যকর করেছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে। একজন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের রায় কার্যকর করা হয়েছে। জাতির প্রত্যাশা অনুযায়ী জাতির পিতার অবশিষ্ট খুনী ও সকল যুদ্ধাপরাধীকে বিচারের আওতায় আনা হবে। শাস্তি কার্যকর করা হবে। এর মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি অভিশাপমুক্ত হবে। জাতীয় চারনেতা হত্যাকান্ড, ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলা, ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলাসহ মানবতাবিরোধী প্রতিটি অপরাধের বিচার কাজও দ্রুত এগিয়ে চলছে।

আমরা সমুদ্রে বিজয় অর্জন করেছি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাচ্ছি। দেশ সকল ক্ষেত্রে সামনে এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল।

আমরা বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। বিরোধী দলের প্রতি আহবান; হরতাল, অবরোধ দিয়ে মানুষ হত্যা করে, জনগণ ও সরকারের সম্পদ ধ্বংস করে এ দেশকে পিছিয়ে দেবেন না। আসুন সকল ভেদাভেদ ভুলে একসাথে দেশের উন্নয়নে কাজ করি। গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার ও সংবিধানকে সমুন্নত রাখি।

প্রিয় গোপালগঞ্জবাসী,

আজ আপনারা আমার প্রতি যেমন ভালোবাসা দেখিয়েছেন আগামী দিনগুলোতেও আমি আপনাদের তেমনি ভালোবাসা এবং সমর্থন প্রত্যাশা করছি। আপনাদের সকলের সমর্থনে আবার সরকার গঠন করতে পারলে বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখব - এ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি।

সবশেষে আমি গোপালগঞ্জ জেলা ও গোপালগঞ্জ জেলা সমিতির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। সকলকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা।  জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

---